2৫/৫/2002

দৈনিক ইনকিলাব

মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর সরকারী জুলুম-নির্যাতন

মাদ্রাসা শিক্ষা ও মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি বর্তমান সরকারের বৈরী দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহল বিশদভাবে অবহিত আছে। ধর্মনিরপেক্ষ নীতি-দর্শনের অনুসারী এই সরকার ও সরকারী দল ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংসের জন্য বিভিন্নমুখী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা দু'ধারায় প্রবাহিত। প্রথম ধারা অর্থাৎ আলিয়া মাদ্রাসার ধারা পরিচালিত হয় সরকারী নিয়ন্ত্রণে। দ্বিতীয় ধারা অর্থাৎ কওমী মাদ্রাসার ধারা পরিচালিত হয় বেসরকারীভাবে। এই দু'ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতিই সরকারের বীতশ্রদ্ধা রয়েছে, যা তার বিভিন্ন কার্যক্রম ও তৎপরতার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পর থেকে সরকার সমর্থক একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করে, যা আজ অবধি অব্যাহত আছে। একেবারে শুরু পর্যায়ে এই সব পত্র-পত্রিকা এই মর্মে পরিকল্পিত অপপ্রচারে নিয়োজিত হয় যে, মাদ্রাসাগুলোতে 'মৌলবাদী' এবং 'মৌলবাদী সন্ত্রাসী' তৈরী হচ্ছে। কখনো বলা হয়, মাদ্রাসাগুলোতে 'হারকাতুল জিহাদ' এবং 'লাদেন বাহিনী'র ট্রেনিং হয়। কখনো বলা হয়, মাদ্রাসাগুলোতে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা 'আইএসআই'-এর চরে ভরে গেছে ইত্যাদি। এই অভিযোগগুলো প্রধানত কওমী ধারার মাদ্রাসার ওপরই আরোপিত হয়। বিস্ময়কর হলেও সত্য এই যে, এইসব হাওয়াই অভিযোগের ওপর ভর করে সরকার বিভিন্ন মাদ্রাসায় অভিযান চালায় এবং মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যাপকভাবে ধরপাকড় করে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মকদ্দমা দায়ের করে এবং বিভিন্নভাবে হয়রানি করে। অথচ এসব অভিযানে কোথাও অভিযোগের সত্যতা এতটুকু প্রমাণিত হয়নি। মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর পরিকল্পিত আঘাতের অংশ হিসেবে আলিয়া ধারার মাদ্রাসার ওপরও সরকারী তরফ থেকে দমন-পীড়ন চালানোসহ তার ছাত্র-শিক্ষকদের নানাভাবে হয়রানি ও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলা, হত্যা অপচেষ্টা ও নাশকতামূলক তৎপরতার জন্য কোনো রকম তদন্ত পর্যবেক্ষণ ছাড়াই তথাকথিত মৌলবাদীদের দায়ী করা হয়েছে এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে, গ্রেফতার ও মামলায় জড়ানো হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো একটি ঘটনার জন্যও মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা দায়ী বলে প্রমাণিত হয়নি।

এ গেল একদিক। অন্যদিকে ইসলামী ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচনের জন্য এমন কোনো ব্যবস্থা নেই, যা এই সরকার অনুসরণ করছে না। মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলামিয়াত শিক্ষা ছিল বাধ্যতামূলক এবং এর নম্বর ছিল ১০০। ইতোমধ্যে এই নম্বর ৫০-এ নামিয়ে আনা হয়েছে এবং একে বিকল্প বিষয় করার অপচেষ্টা চলছে। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামী শিক্ষা বা ইসলাম বিষয়ক শিক্ষা বাতিল করে দেয়ার অপচেষ্টাও কম হচ্ছে না। পাঠ্যসূচী থেকে ইসলাম ও মুসলিম সংক্রান্ত বিষয় উঠিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি ইসলামিয়াত শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাস শিক্ষা তুলে দেয়ারও অপতৎপরতা চলছে। এই সরকারের আমলে যেসব কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেইসব কলেজকে গোপন তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামিয়াত শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাস বিষয় খোলা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। ইসলামী শিক্ষা নিরুৎসাহিত করার অভিন্ন উদ্দেশ্যে আলিয়া ধারার দুই শতাধিক এমপিওভুক্ত মাদ্রাসার এমপিওভুক্তি বাতিল করে দেয়া হয়েছে। বাতিলকৃত মাদ্রসাগুলোর মধ্যে এমন বেশ কিছু মাদ্রাসাও ছিল যাদের বয়স ৪০/৫০ বছর। এমপিওভুক্তির শর্ত অনুসরণ করেই এসব মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছিল। কলমের খোঁচায় এমপিওভুক্তি বাতিল করার ফলে ঐসব মাদ্রাসার শিক্ষকরা বেতন-ভাতা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। তারা পরিবার নিয়ে দুর্বিষহ 'জীবনযাপন' করছেন এবং সঙ্গত কারণেই ঐসব মাদ্রাসার পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সাম্প্রতিক ফতোয়াবিরোধী ও সরকারবিরোধী আন্দোলনে শরীক হওয়ার অভিযোগে দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার হাজার হাজার ছাত্র ও শত শত শিক্ষকের ওপর বেপরোয়া নিপীড়ন ও নির্যাতন চালানো হয়েছে। বিভিন্ন মাদ্রাসায় সরকারী বাহিনী ও সরকারী দলের পেটোয়া বাহিনী হামলা চালিয়েছে। নির্বিচারে ছাত্র-শিক্ষক গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন মামলায় জড়ানো হয়েছে। প্রকাশিত এক খবরে জানা গেছে, গত ৪/৫ মাসে অন্তত ১০ হাজার ছাত্র ও কয়েকশ' শিক্ষককে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং অন্তত ৫ হাজার ছাত্রের ওপর হুলিয়া ঝুলছে। এসব ছাত্রের লেখাপড়া তো ব্যাহত হচ্ছেই এমনকি তারা পরীক্ষা পর্যন্ত দিতে পারছে না। বর্তমানে আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জানা মতে, আটক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কেবলমাত্র ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ পরীক্ষার্থীরাই পরীক্ষায় অংশ নিতে পেরেছে। ১৫ হাজারের মত ছাত্রের শিক্ষা জীবনের এই দুর্ঘট ও অনিশ্চিত অবস্থাকে উদ্বেগজনক বললেও কম বলা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা ও মাদ্রাসার ছাত্রদের শিক্ষা জীবন ধ্বংস করার এই পরিকল্পিত অপতৎপরতার আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাই। আমরা এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও চলমান অপতৎপরতার ব্যাপারে দেশবাসীকে সচেতন ও সোচ্চার হওয়ার আহবান জানিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র এদেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ অবশ্যই নস্যাৎ করে দেবে।